গাংনীর গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের তিন গরু চোর গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার ধলা পুলিশ ফাঁড়ি অভিযান চালিয়ে ৩ গরু চোরকে গ্রেফতার করেছে। এসময় গরু বিক্রির ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

আটককৃত গরু চোররা হলেন, গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের ইনারুল ইসলাম (৪০), বেল্টু হোসেন (২৩) ও ইকরামুল হক (১৮)।

ধলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মো: তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে এই তিনজনকে গ্রেফতার করেন। এসময় ইনারুল ইসলামের স্বীকারোক্তি মোতাবেক তার হেফাজত থেকে গরু বিক্রির ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

এসআই তৌহিদুল ইসলাম বলেন, গত ১০ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের কৃষক শরিফুল ইসলামের একটি এঁড়ে গরু গোয়াল ঘর থেকে চুরি হয়। এঘটনায় গরুর মালিক গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বৃহস্পতিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ইয়াবাসহ যুবক আটক

গাংনী উপজেলা শহরে অভিযান চালিয়ে ১৫ পিচ ইয়াবাসহ আল আমিন ইসলাম ওরফে জনি (২২) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

আল আমিন হোসেন ওরফে জনি গাংনীর চৌগাছা গ্রামের ডিগ্রি কলেজপাড়া এলাকার মিনারুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন মিয়ার নেতৃত্বে পুলিশের

একটি টিম আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এসআই শাহিন মিয়া বলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে হেরোইন বিক্রির জন্য একজন মাদক ব্যবসায়ী অপেক্ষা করছেন এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালানোর সময় জনিকে আটক করা হয়।

ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। আটক জনিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে আবারও হেরোইনসহ আটক জলিল

একাধিক মাদক মামলার আসামি ২ গ্রাম হেরোইনসহ আব্দুল জলিল (৫৫) নামের এলাকার এক শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

মাদক ব্যবসায়ী আব্দুল জলিল গাংনী উপজেলার জোড়পুকরিয়া গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে। সে বর্তমান গাংনী হাসপাতালের পিছনের পাড়াতে ভাড়া বাসাতে বসবাস করছেন।

গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই নি:) মো: শাহীন মিয়ার নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে গাংনী মহিলা কলেজ মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে আব্দুল জলিলকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে ২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছন।

এসআই শাহীন মিয়া বলেন, গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে আব্দুল জলিলকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এর আগেও মাদক বিক্রির অভিযোগে বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার ৯

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ২ আসামি, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ১, পুরানো মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ আসামি রয়েছে।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সমবায়ীদের নিয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের আয়োজনে সমবায়ীদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে গাংনী বিআরডিবি হলরুমে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাষ চন্দ্র বালা।

গাংনী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খন্দকার সহিদুর রহমান ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা(ভা.) ডা. আরিফুল ইসলাম ।

প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের প্রশিক্ষক নূরুজ্জামান, সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষার, সহকারী পরিদর্শক রুহুল কুদ্দুস ও হাফিজুর রহমান।

প্রশিক্ষণে ৭ টি সমবায় সমিতির পঁচিশ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নব গঠিত কমিটির শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে ছাত্রদলের মেহেরপুর জেলা কমিটি ঘোষণা করাতে আজ বুধবার বিকালে মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান ও সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ

জুয়েলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা ও শো-ডাউন করে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল।

শোভযাত্রায় মেহেরপুর জেলার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কয়েক হাজার নেতাকর্মীর সমাগম ঘটে।

জেলা বিএনপি সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শোভাযাত্রাটি মেহেরপুরের কাথুলি বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে মুখার্জি পাড়ায় এসে শেষ হয়।

এ সময় পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস সহ নবগঠিত ছাত্রদল জেলা কমিটির কমিটির সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন, সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী শাকিল, নাহিদ মাহাবুব সানি,নাজমুল হক শান্তি,জুয়েল রানা, রেজওয়ানুল হক ইমন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, যুগ্ম সম্পাদক আমির হাসান হিমেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সাঈদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রিপন হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, প্রচার সম্পাদক রাব্বির হোসেন সহ জেলা ছাত্রদলের সকল ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

যারা মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছেন ধিক্কার তাদের

মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড হালদার পাড়ায় রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘ক্ষমতার শির্ষে থেকে যারা মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছেন তাদেরকে ধিক্কার জানাই। উন্নয়ন কাজে যে সকল সমস্যা হচ্ছিল সেগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানানো হয়েছে। এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন

মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নের। ‘

বুধবার ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুরে মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের হালদার পাড়ায় রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন। প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ নম্বর ওয়ার্ডের হালদার পাড়ায় ৩৫৩ মিটার রাস্তা ও ড্রেনের নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় মেয়র আরো বলেন, ‘সকল ক্ষমতার উৎস হচ্ছে জনগণ। জনগণের এক একটি ভোটের মাধ্যমেই কাউন্সিলর, মেয়র, চেয়ারম্যান ও এমপি নির্বাচিত হয়। যারা পৌরসভার উন্নয়নে একটি ইটও দেয়নি বরং উন্নয়নগ্রস্ত করেছে ভোট চাইতে আসলে অবশ্যই আপনারা তাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন।’

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন, পৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ২নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বাদশা, যুবলীগ নেতা ইয়ানুচ আলী, ছাত্রলীগ নেতা মাসুদ রানা প্রমুখ।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪,৫ ও ৬নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সমাবেশ

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ ও ৫ এবং ৬ নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌছে দিতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর পৌরসভার ৪ ও ৫ এবং ৬ নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার বিকেলে বিএডিসিতে উঠান বৈঠকের অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় মেহেরপুর পৌর যুব মহিলা লীগের সভাপতি রোকসানা কালাম রুনুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

উঠান বৈঠকে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলার সভানেত্রী সামিউল বাসিরা পলি, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের অর্থ বিশেষ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, মেহেরপুর পৌরসভা ৪ নাম্বার ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সম্পাদিকা শারমিন আক্তার, সহ নেত্রী এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মাদক সেবন করে মাতলামি, তিনজনকে জেল

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে তিন মাদক সেবিকে ১ মাসের করে কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড করেছে মোবাইল কোর্ট।

দণ্ডিতরা হলেন, বামনপাড়া গ্রামের মধু খাঁর ছেলে আব্দুল গফুর, একই গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম ও আমদহ গ্রামের কাওছার আলীর ছেলে সুজন মিয়া।

বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া গ্রামে এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান।

এর আগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহানের নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা ওই তিনজনকে মাদক সেবন করে মাতলামি করা অবস্থায় আটক করেন। পরে মোবাইল কোর্টে বসিয়ে তাদের এ সাজা দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। দণ্ডিতদের সাথে সাথে জেল হাজতে

প্রেরণ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের নিজস্ব পরিচয় তৈরিতে প্রেস কাউন্সিল কাজ করছে

“সাংবাদিকদের মান উন্নয়নের জন্য প্রেস কাউন্সিল বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারাদেশে সাংবাদিকদের ডাটাবেইস তৈরি কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৩২টি জেলা থেকে সাংবাদিকদের তালিকা পেয়েছি, সেগুলো যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছে। আশা করছি দ্রুত বাকি জেলাগুলো থেকেও আমরা তালিকা পেয়ে যাব। একই ভাবে আমরা সকল মিডিয়া হাউসগুলো থেকেও সাংবাদিকদের তালিকা চেয়েছি। যাতে করে সাংবাদিকদের নিজস্ব একটা পরিচয় তৈরি হয়।”

আজ বুধবার মেহেরপুর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে “গণমাধ্যমে হলুদ সাংবাদিকতা ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা” শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম।

বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম বলেন, “জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেস কাউন্সিল গঠণ করেছিলেন। তিনি সাংবাদিকবান্ধব ছিলেন, তিনি চাইতেন না কোন সাংবাদিকের হাতে যেন হাতকড়া না পড়ে। তিনি বলতেন, একজন সাংবাদিক সমাজের যে কোন শ্রেণীর থেকে উচ্চতর শ্রেণীর। ওই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটদের থেকে সাংবাদিকদের বেতন বেশি ছিলো।”

চেয়ারম্যান বলেন, “প্রেস কাউন্সিলে নতুন কেউ তালিকাভুক্ত সাংবাদিক হতে চাইলে তাকে স্নাতক পাশ হতে হবে। তবে কারো যদি সাংবাদিকতায় ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকে সেক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল থাকবে।

মিডিয়া হাউসগুলো যাতে করে ওয়েজবোর্ড মেনে সাংবাদিকদের বেতন-

ভাতা দেয় সে ব্যাপারে আমরা তাদের বলেছি এবং একই সঙ্গে তারা যদি এ নির্দেশনা না মানে তাহলে তাদের সুবিধাদি বন্ধ করার জন্য সরকারকেও আহবান জানিয়েছি। আমরা আশা করছি ক্রমে এগুলো বাস্তবায়ন হবে।”

প্রেস কাউন্সিল আইন সম্পর্কে তিনি বলেন, “আমরা কিছু সংশোধনী নিয়ে এসেছি। খুব শিঘ্রই সংসদে এ আইন পাশ হবে। বিদ্যামান আইনে ১০ লাখ টাকা জরিমানার বদলে ৫ লাখ টাকা করা হয়েছে।”

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মুঃ তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার। স্বাগত বক্তব্যে দেন, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য দেন কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, চ্যানেল ২৪ প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, আরটিভি প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, সময় টিভি প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত। সেমিনার জেলায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৬০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।